বাংলাদেশের সুকর্ম সুদূরেও স্বীকৃত

দিলরুবা শাহানা

মায়ানমারের রাখাইন নামে অঞ্চলের বাসিন্দা রোহিঙ্গা মানুষরা উদ্বাস্তু হয়ে নারকীয় জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছেন। এবিষয়ে আমরা সবাই কমবেশী ওয়াকিবহাল বা অবগত আছি। আমরা প্রায় সবাই যে যার জায়গা থেকে যথাসাধ্য সহযোগীতা, সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। বিদেশে বসবাসকারীরাও অর্থ ও রিলিফ সামগ্রী সংগ্রহ করে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠিয়েছেন।

মর্মস্পর্শী গান ছাড়াও কবিতা, গল্প সৃষ্টি হয়েছে রোহিঙ্গা বিষয়ে।

সর্বোপরি বিপুল জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশ নিজেই হিমসিম খাচ্ছে তারপরও সীমান্ত উন্মুক্ত করে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আসতে দিয়েছে। এরকম একটি মানবিক পদক্ষেপ নেওয়াও বাংলাদেশের জন্য দারুন দুঃসাহসের কাজ। বাংলাদেশের সাধারন মানুষ এমন পরিস্থিতিতে ত্যক্তবিরক্ত হওয়ার বদলে মানবিক সহমর্মিতার এক গৌরবময় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের ভূমিকা বিষয়ে চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ডক্টরস উইদাউট বোর্ডারস(Doctors Without Borders)তাদের কোয়ার্টারলী ম্যাগাজিন

‘দি পাল্‌স’(The Pulse) ডিসেম্বর ২০১৭এর সংখ্যা লিখেছে

Bangladesh has kept its borders open throughout this crisis and welcomed 600,000 people in two months — an extraordinary act of generosity from one of the world's most overcrowded countries. The Bangladeshi government also responded to pleas from Médecins Sans Frontières and other NGOs for the urgent issuing of permits to facilitate humanitarian aid.

The international community needs to respond to Bangladesh's willingness to manage this unprecedented crisis by massively increasing the humanitarian response. The Australian government has a key role to play as co-chair of the Bali Process, which includes a mass displacemen mechanism. Médecins Sans Frontières has met with the Australian government to encourage them to mobilise this mechanis to launch an urgent, coordinated respons from Asia-Pacific governments to the humanitarian emergency in Bangladesh

আমাদের ভিনদেশী বন্ধুরা দেখা হলে বলছে বাংলাদেশের মানুষেরা সত্যিই বড় মনের মানুষ নাহলে নিজেদের অজস্র সমস্যা, অপ্রতুল সম্পদ সত্ত্বেও তারা যা করছে এমন ঘটনা কদাচ ঘটে। আমার বার বার মনে হচ্ছে 'মানুষ মানুষের জন্য'(ভূপেন হাজারিকার গান) কথাটাই খাঁটী।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় একজন পাঠক চিঠি লিখেছেন তাতে ওই রোহিঙ্গাদের সাহায্যের উদ্দেশে বাংলাদেশের মানুষেরা পূজা উৎসবের খরচ কাটছাট করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখিত হয়েছে, প্রসংশিত হয়েছে। সবার অবগতির জন্য চিঠিটি নীচে সংযুক্ত করা হল।

‘বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়’ মিনির বাবা ‘কাবুলি মেওয়াওয়ালা’ রহমত-কে দেশে ফেরার টাকা দান করায় মিনির বিয়ের উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটতে বাধ্য হয়েছিলেন— ‘যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল’।

দুর্গাপুজোর বাজেট থেকে উৎসব-সমারোহের কিছু অঙ্গ ছেঁটে, ত্রাণ তহবিল গড়ে, অসহায় অত্যাচারিত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বাংলাদেশের বহু দুর্গাপুজো কমিটি শুধু রবি ঠাকুরের মানবিক সত্তাকেই যথার্থ শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন না; মানবতার মঙ্গল-আলোকে দুর্গা পুজোর শুভ উৎসবকেও প্রকৃতই উজ্জ্বল করে তুললেন।

এই বঙ্গ তথা দেশ জুড়ে দুর্গাপুজো থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন উৎসব মাসাধিক কাল ধরে চলতে থাকবে। বাংলা ও ভারতের ‘ধর্মপ্রাণ’ মানুষ ও সংগঠকরা বাংলাদেশের পুজো কমিটিগুলোর মতো কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করে, অসহায় রোহিঙ্গা নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে, শারদোৎসব ও অন্যান্য শুভ উৎসবকে মঙ্গল-আলোক দান করে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন না?

কাজল চট্টোপাধ্যায়

সোদপুর

উৎস: আনন্দ বাজার পত্রিকা ২৩/১/২০১৮